CENTRE FOR POLICY DIALOGUE (CPD)
B A N G L A D E S H
a civil society think tank

# CPD Study on
# Estimating Women's Contribution to the Economy
## *the Case of Bangladesh*

The present study on *Estimating Women's Contribution to the Economy: the Case of Bangladesh* conducted by the *Centre for Policy Dialogue (CPD)*, estimates women's unaccounted work in monetary terms and compares with the gross domestic product (GDP) of the country. The study is based on a comprehensive survey of 13,640 individuals aged 15 years and above. Of these 8,320 are female and 5,320 are male residing in 5,670 households (HHs) located in 378 primary sampling units (PSUs) across 64 districts of the country. Household members were interviewed through a detailed questionnaire. The HH survey was conducted during March-May 2014.

**NEW EVIDENCE ON WOMEN'S CONTRIBUTION TO BANGLADESH ECONOMY**

*Time Use for Unpaid (Non-SNA) Activities*

- Time spent by a female person (aged 15 years and above) on non-SNA works is about three times higher compared to a male person (aged 15 years and above).
- On an average, a female person works about 7.7 hours on non-SNA activities on a typical day; in contrast a male person works about 2.5 hours.
- This pattern is similar in both rural and urban areas.

*Number of Unpaid (Non-SNA) Activities*

- On an average, a female member of a HH undertakes 12.1 non-SNA activities on a typical day – the corresponding figure for a male HH member is only 2.7.

*Valuation of Unpaid (Non-SNA) Activities*

- Based on replacement cost (the shadow wage for similar type of work) method, the estimated value of women's unpaid non-SNA (household) works was equivalent to 76.8% of GDP (of FY2013-14).
- According to the willingness to accept (for outside her own household) method, the corresponding estimate was equivalent to 87.2% of GDP (of FY2013-14).
- These figures are 2.5 to 2.9 times higher than the income of women received from paid services (estimated from this CPD survey).

**RECOMMENDATIONS TO POLICYMAKERS**

- Comprehensive Time Use Survey should be conducted by the BBS on a regular basis in order to show the time use pattern of both men and women in various activities.
- The government should undertake policy reforms towards changing the estimation practice of SNA so that women's unaccounted activities are reflected in the GDP.
- In doing so the government can form a committee consisting of economists, statisticians, gender specialists, advocacy groups and relevant stakeholders who can give concrete input for developing a methodology to include women's unaccounted contribution in the GDP.
- The government should undertake programmes which may contribute in decreasing the workload of women in the household. For example, increased accessibility of drinking water, natural gas for cooking and setting up of day care centres for children can reduce the workload and time of women. This in turn can help them either to be engaged in the formal economy and make their contribution to economy more visible or to have their own personal time.
- The government should take legal measures for eliminating wage discriminations against women in all sectors. One of the reasons for lower contribution in the national economy by women is due to lower wages of women. This will also make women's economic contribution more appropriately measurable.

The CPD research paper has been authored by *Dr Fahmida Khatun*, Research Director; *Mr Towfiqul Islam Khan*, Research Fellow; and *Ms Shahida Pervin*, Research Associate, CPD. The study has been conducted in collaboration with *Manusher Jonno Foundation (MJF)*.

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE (CPD)
B A N G L A D E S H
a civil society think tank

সিপিডি গবেষণা

# জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদের অবদান নিরূপণ

*বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীর অ-অর্থনৈতিক ও স্বীকৃতিহীন অবদানের আর্থিক মূল্য নিরূপণ এবং মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি'র মানদণ্ডে তার তুলনা করার উদ্দেশ্যে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) সম্প্রতি 'জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদের অবদান নিরূপণঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। প্রাথমিক তথ্যভিত্তিক এই গবেষণায় সিপিডি সমগ্র বাংলাদেশ থেকে ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের মোট ১৩,৬৪০ ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, যার মধ্যে নারী ৮,৩২০ জন এবং পুরুষ ৫,৩২০ জন। মোট জরিপকৃত খানার সংখ্যা ৫,৬৭০ যা বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ৩৭৮ টি প্রাথমিক নমুনা একক থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৪ সালের মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে এ জরিপ সম্পন্ন হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

## বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীদের অবদান সম্পর্কিত নতুন তথ্য–উপাত্ত

***সময় ব্যবহার***

- ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের একজন নারী গড়ে প্রতিদিন একজন (১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের) পুরুষের তুলনায় প্রায় তিনগুণ সময় জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না এমন কাজে নিয়োজিত থাকে।
- প্রতিদিন একজন নারী এ ধরনের কাজে গড়ে ৭.৭ ঘন্টা ব্যয় করে – অন্যদিকে এ ধরনের কাজে একজন পুরুষের গড়ে সময় ব্যয় হয় মাত্র ২.৫ ঘন্টা।
- গ্রাম ও শহর – দু'এলাকাতেই এ ব্যবধান স্পষ্ট।

***কাজের সংখ্যা***

- একজন নারী প্রতিদিন গড়ে ১২.১টি এমন কাজ সম্পন্ন করে যা জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। পুরুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের কাজের সংখ্যা ২.৭টি।

***মূল্য নিরূপণ***

- সিপিডি'র খানা জরিপ অনুসারে, প্রতিস্থাপন পদ্ধতি (কাজের ছায়া মূল্য ব্যবহার করে) অনুযায়ী, নারীদের সম্পন্ন করা জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না এমন কাজের প্রাক্কলিত বার্ষিক মূল্য (২০১৩-১৪ অর্থবছরের) জিডিপি'র প্রায় ৭৬.৮% এর সমপরিমাণ।
- অনুরূপভাবে, গ্রহণযোগ্য মূল্য পদ্ধতি (খানার বাইরে) অনুযায়ী, উপরোক্ত কাজের প্রাক্কলিত বার্ষিক মূল্য (২০১৩-১৪ অর্থবছরের) জিডিপি'র প্রায় ৮৭.২% এর সমপরিমাণ।
- উপরোক্ত কাজের মূল্যমান নারীদের লব্ধ মোট আয়ের (সিপিডি'র খানা জরিপ থেকে প্রাক্কলিত) ২.৫ থেকে ২.৯ গুণ।

## নীতিনির্ধারকদের প্রতি সুপারিশমালা

- নারী-পুরুষের কার্যক্রমের প্রকৃত বিন্যাস নিরূপণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অধীনে নিয়মিত সময় ব্যবহার জরিপ সম্পাদন করা প্রয়োজন।
- দেশের জিডিপি'তে নারীর অবদান নিরূপণের ক্ষেত্রে তার অবৈতনিক কাজের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে করণীয় হলো জাতীয় হিসাব ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে যথাযথ নীতি সংস্কার গ্রহণ করা।
- নারীর অ-অর্থনৈতিক কাজের মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপটি হবে এ হিসাব তৈরি করার পদ্ধতিগত দিকটি পুনর্বিবেচনা করা। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য সরকার অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, অ্যাডভোকেসী গ্রুপ সহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে পারে।
- নারীর গৃহস্থালি কার্যাবলীর ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সুপেয় পানি ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত বা শিশুদের জন্য দিবা-যত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা নারীদের জন্য সহায়ক পদক্ষেপ হতে পারে। এতে করে তারা আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে যুক্ত হওয়ার বেশি সুযোগ পাবে। ফলে তাদের আর্থিক অবদান আরও বেশি দৃশ্যমান হয়ে উঠবে এবং সেই সাথে তারা অধিক ব্যক্তিগত সময় পেতে পারবে।
- জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের হিসাব কম আসার একটি অন্যতম কারণ হলো কর্মক্ষেত্রে নারীর মজুরি তুলনামূলকভাবে কম। এ বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন করা উচিত। এতে করে নারীর অর্থনৈতিক অবদান আরও যথাযথভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

*সিপিডি'র পক্ষ থেকে এ গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছেন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন, রিসার্চ ফেলো জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান, এবং রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট মিজ শাহিদা পারভিন। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে এ গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে।*